The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থা ও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার তুলনাত্মক আলোচনা

Riya Ghosh
Assistant Teacher (Guest), Nebadhai Balika Vidyalaya, Duttapukur, North 24 Parganas, West Bengal, India
DOI: *https://doi.org/10.70798/tgjct/010400003*

Abstract

শিক্ষা আমাদের যুক্তিগত চিন্তাকে উন্মোচিত করে, যা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে সাহায্য করে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য। শিক্ষা যে শুধুমাত্র আমাদের জ্ঞান আহরণ বা পেশাগত দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে এমনটা নয়, শিক্ষা আমাদের মন ও আত্মাকে পরিস্ফুট করে এবং নিজেকে জানতে সাহায্য করে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থা ও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার একটা তুলনামূলক আলোচনা করার চেষ্টা করবো। প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় মূলত আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের ওপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই দুই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বেশকিছু নতুনত্ব পরিলক্ষিত হয়, যা পাঠকের সামনে তুলে ধরাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

Keywords: *আধ্যাত্মিকতা, মূল্যবোধ, ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা, আত্মসংযম, সামগ্রিক উন্নয়ন, প্রযুক্তিবিদ্যা*

ভূমিকা

"The highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence"

শিক্ষা শুধুমাত্র তথ্য সরবরাহ করে তা নয়, শিক্ষা হল এমন একটি পদ্ধতি যা মানুষের নিজস্ব সত্ত্বা গড়ে তুলতে এবং সমাজে অভিযোজনে সহায়তা করে।

গুরুকুল শিক্ষা বা আধুনিক শিক্ষা, যাই হোক না কেন, উভয় শিক্ষাব্যবস্থাই ব্যক্তির মধ্যে সৃজনশীলতা, সহমর্মিতা ও দ্বায়িত্ববোধের বীজ বপন করে। তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং সমাজের অগ্রগতির ক্রমবিবর্তন ধারায় প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার থেকে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় বেশকিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। যেমন–পদ্ধতিগত, প্রয়োগগত ইত্যাদি।

সমাজে প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যে তুলনা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দুই বা ততোধিক বিষয়ের মধ্যেকার তুলনার মাধ্যমে বিষয় দুটির মধ্যে কি কি সাদৃশ্য এবং কি কি বৈসাদৃশ্য আছে তা যেমন জানতে সহায়তা করে তেমনিভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ফলে একদিকে যেমন নিজেদের সৃজনশীল চিন্তার বিকাশ ঘটে অপরদিকে সমাজের সর্বক্ষেত্রে তুলনার প্রয়োজনীয়তা যে অপরিসীম তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে 'গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থা ও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা' শিরোনামাঙ্কিত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল-

মূল আলোচ্য বিষয় (গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থা)

'গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু দেব মহেশ্বরঃ।
গুরু সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।'

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ছিলেন আধুনিক গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থার ব্যবস্থার পথিকৃৎ। এদের সহায়তায় ১৮৮৬ সালে গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থার ব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তারলাভ ঘটে এবং একাধিক দয়ানন্দ অ্যংলো-বৈদিক পাবলিক স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। এর কিছুকাল পরে, ১৯৪৮ সালে শ্রীধর্মজীবন দাস স্বামী একই পথ অনুসরণ করেন এবং ভারতের গুজরাট রাজ্যের রাজকোটে প্রথম 'স্বামীনারায়ণ গুরুকুল' প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরেও এই গুরুকুলধারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্যমান। উদাহরণ স্বরূপ আমরা দেখতে পাই ১৯৯০ সালে শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তিজির আনন্দ মার্গ গুরুকুল প্রতিষ্ঠা।

গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থা হলো প্রাচীন ভারতের প্রচলিত একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা পদ্ধতি। এটি মূলত বৈদিকযুগ থেকে চলে আসা একটি প্রথা। 'গুরুকুল' বলতে সেই স্থানকে বোঝায়, যেখানে শিক্ষার্থীরা গুরুর আশ্রমে থেকে গুরুর পরিবারের সদস্যের মতো শিক্ষাগ্রহণ করত। তাই গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থা ছিল মূলত আবাসিক। এক্ষেত্রে ছাত্রসংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম হতো। প্রত্যেক ছাত্রের বা শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী তাকে শিক্ষা দেওয়া ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তাই বলা যেতে পারে গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থায় মৌখিক শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করা হত। ঐ যুগে (মূলত বৈদিকযুগ) পাঠক্রমের মধ্যে যে বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল তা হল-- বেদ ও উপনিষদ, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, ব্যাকরণ, গণিত ইত্যাদি। এক্ষেত্রে আমরা উপনিষদের একটি বিখ্যাত উক্তি বলতে পারি- 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।'

প্রচলিত প্রাচীন গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থার উপর বিদেশি শিক্ষাব্যবস্থার আক্রমণ, ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন ও বিস্তার এবং সামাজিক পঠপরিবর্তনের ফলে প্রাচীন গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। 'শিক্ষার উপর মিনিট'(১৮৩৫) বিতর্কে জয়লাভের পর থমাস ব্যাবিংটন ম্যাকলে ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনেন। তিনি কোম্পানী পরিচালিত গুরুকুলগুলিতে সমস্ত তহবিল বন্ধ করে দেন। কোম্পানীর অনুদান বন্ধ, সামাজিক উদাসীনতা এবং মুসলিম শাসকদের ক্রমাগত আক্রমণ তাদের আরো পতনের মুখে ঠেলে দেয়।

গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আরও ভালোভাবে জানতে হলে আমরা আধুনিক শিক্ষার সাথে এর তুলনামূলক আলোচনা করতে পারি।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা

"Learning gives creativity, creativity leads to thinking, thinking Provides knowledge and knowledge makes you great"

—A. P. J. Abdul Kalam.

'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০' ভারতে ৫+৩+৩+৪ শিক্ষা কাঠামো চালু করেছে। এখানে মূলত শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং সমালোচনামূলক চিন্তা ভাবনার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাই আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক। এখানে ব্যবহারিক ও অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষার উপর অধিক জোর দেওয়া হয়েছে যা শিক্ষার্থীদের তাত্ত্বিক জ্ঞানের বাইরে গিয়ে সামগ্রিক বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করে। ফলে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা এমন এক ভবিষ্যত প্রজন্ম তৈরী করতে উদ্যোগী, যারা সমস্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে।

ইউরোপে রেনেসাঁ ও শিল্পবিপ্লবের সময় আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার যে সূচনা হয়েছিল তার ফল স্বরূপ বর্তমান সময়ে বিশ্বায়ন ও ডিজিটাল প্রযুক্তির বহুল ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার মূলত উদ্দেশ্য হল কর্মসংস্থানের উপযোগী দক্ষতা অর্জন, সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা ইত্যাদি। তাই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা হলো বর্তমানে প্রচলিত একটি সংগঠিত ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতি। এখানে শিক্ষার্থীরা সাধারণত শিক্ষকের সাথে বসবাস করে না। বর্তমানে শিক্ষণ পদ্ধতি হল প্রযুক্তিনির্ভর। এখানে কম্পিউটার, স্মার্ট বোর্ড, অনলাইন ক্লাসের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষার্থীদের সাধারণত পরীক্ষা, নম্বর, গ্রেড ও সার্টিফিকেটের মাধ্যমে শিক্ষার মূল্যায়ন করা হয়।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা মূলত জ্ঞান, প্রযুক্তি ও কর্মদক্ষতা অর্জনের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করার ফলে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন যেমন সহজতর হয়েছে তেমনি শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার উপরও অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

"Slowly this Powerful race works its way out of its Confining ruts and its Clouded vision of things, to the manifestation of those great qualities which it has at bottom-piety, integrity, good nature and good human."

–Mattheu Arnald

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার বহুবিধ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সীমাবদ্ধতাও কম নয়, যেমন- শিক্ষার্থীদের উপর পরীক্ষাভিত্তিক অতিরিক্ত চাপ বৃদ্ধির ফলে যেমন মানসিকচাপ বাড়তে থাকে, তেমনি অন্যদিকে নৈতিক অধগতি ও মূল্যবোধগত শিক্ষার অভাব লক্ষ্য করা যায়। পাশাপাশি ব্যক্তিগত মনোযোগের ঘাটতি ঘটতে থাকলেও প্রতিযোগীতামূলক মানসিকতার বৃদ্ধিও ঘটে ইত্যাদি। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা সমাজ ও অর্থনীতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নৈতিকতা, জীবনদক্ষতার সমন্বয় ঘটানো প্রয়োজন। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার যা কিছু কল্যাণকর ও অগ্রগতির প্রতীক তাকে পাথেয় করে এগিয়ে যাওয়াই কাম্য।

উভয় শিক্ষাব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা

- গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগ্রহণ করত মূলত গুরুগৃহে, প্রাকৃতিক ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে। অপরদিকে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ করে বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি ইত্যাদি স্থানে।
- গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থায় মূলত বেদ, উপনিষদ, গণিত, নীতিশাস্ত্র ও আধ্যাত্মিকতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হত। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞান, গণিত, প্রযুক্তিবিদ্যা, কলাবিদ্যা ইত্যাদির গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের নীতিবোধের শিক্ষা, আধ্যাত্মিকতা, মূল্যবোধ আত্মসংযমের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হত। অপরদিকে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিকতার তুলনায় নম্বরের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো প্রথাগত পরীক্ষাপদ্ধতির ব্যবস্থা ছিল না, শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হত বোধগম্যতা ও দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে, কিন্তু আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় লিখিতপরীক্ষা, গ্রেড এর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক উন্নয়ন, যেমন- দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি। অপরদিকে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটানো এবং এখানে সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটানো হয়, তবে আধ্যাত্মিকতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না।
- গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থার শক্তি হল নৈতিক ও চরিত্র গঠনের ওপর ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্বদান, অপরদিকে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক জ্ঞান ও পেশাগত দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।
- গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা বলতে, বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাব, অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা হিসেবে বলা যায়, অতিরিক্ত পরীক্ষাভিত্তিক চাপ ও প্রতিযোগীতামূলক মানসিক চাপ।
- গুরুকুল শিক্ষা ছিল সমাজকেন্দ্রিক, তারা সমাজের মূল্যবোধ ও নৈতিক দ্বায়িত্ব শিখত, অপরদিকে আধুনিক শিক্ষা বেশি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও পেশাকেন্দ্রিক, এখানে কর্মসংস্থানের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- সামাজিক সমতার দিক থেকে গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থা ঐতিহাসিক ভাবে সকলের জন্য সমান ছিল না, সমাজের নির্দিষ্ট শ্রেণি বেশি সুযোগ পেত কিন্তু আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা আইনগতভাবে সকলের জন্য উন্মুক্ত এবং অর্ন্তঃভুক্তির ওপর জোর দেয়।
- সামাজিক শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ও সামাজিক নিয়ম মানা শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ, অপরদিকে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

All rights reserved. © 2026

- গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবার ও সম্প্রদায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত, তবে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবার তুলনামূলক ভাবে পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে।
- পরিসমাপ্তিতে গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থা ও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে বলা যায়, গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থা নৈতিকতা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করত, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা সামাজিক গতিশীলতা, সমতা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

উপসংহার

"Education is not Just the Preparation for life, Education is life itself."

পরিশেষে তাই বলা যায় যে, গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থা এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা উভয়েরই লক্ষ্য ও পদ্ধতি ভিন্ন। গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থা মূলত নৈতিকতা, চরিত্র গঠন, আত্মসংযমের ওপর গুরুত্ব দিত। গুরু-শিষ্য সম্পর্ক ছিল গভীর ও আত্মিক। অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় জ্ঞানার্জন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পেশাগত দক্ষতার উপর।

অতএব গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থা মানুষের নৈতিক ও মানবিক দিক গঠনে কার্যকর আর আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা সমাজ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে এই দুই শিক্ষাব্যবস্থার সেরা দিকগুলির সমন্বয় ঘটানোই কাম্য। গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থা ও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা উভয়ই তাদের নিজ নিজ সময়ের সামাজিক চাহিদা ও লক্ষ্য পূরণ করতে সক্ষম। তবে যেখানে গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থা সীমিত পরিসরে পরিচালিত ও সকলের জন্য সমান সুযোগ দিতে পারেনি, সেখানে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা কিন্তু সমতার ওপর জোর দেয়। একটি আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে গুরুকুলীয় শিক্ষার নৈতিক ও মানবিক দিকের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাভাবনার সুষ্ঠ সমন্বয় সাধন করা বাঞ্ছনীয়।

References

Bhatia, K. (2025). *Gurukul System of Learning- Past and Future of Education System.* In K. Murmu, S. Das, T. Das, P. C. Sahoo, & P. Pandey (Eds.), Transforming Education in India: Bridging Tradition and Innovation for a New Era (pp. 44–56). Red Unicorn Publishing.

Dolas, P. V., Mandogade, P., Bajaj, P. B., & Bajaj, P. B. (2025). A Comparative Study on Gurukul System and Modern Educational System. *The Bioscan: An International Journal of Life Sciences, 20*(1), 299–303.

Garg, S., & Singhal, R. (2025). Exploring Relevance of Gurukul Education in Today's Modern Society. *International Journal for Innovative Research in Multidisciplinary Field, 11*(3), 121–126.

Koul, S. (2025). *The Gurukul System: Evolution, Impact and Resurgence of India's Ancient Holistic Education Model.* SSRN.

Madnala, S. S., & Saini, B. L. (2024). A Study on Gurukul Education System. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT), 4*(3), 358–362.

https://doi.org/10.2139/ssrn.5165891

https://ijarsct.co.in/Paper15567.pdf

All rights reserved. © 2026